ফ্রিল্যান্সিং ও রিমোট জব

জাকির হোসাইন

ফ্রিল্যান্সিং ও রিমোট জব

জাকির হোসাইন

ফ্রিল্যান্সিং ও রিমোট জব

ইবুক সস্করনঃ ১.০ (10/01/2025)

প্রথম প্রকাশঃ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩

ইবুক মূল্যঃ ৯৯ টাকা

© Jakir Hossain

http://jakir.me

উৎসর্গ

শরীফ মুহাম্মদ শাহজাহান ভাইকে।

একজন সফল ফ্রিল্যান্সার, একজন সফল সন্তান ও একজন সফল পিতা।

ভূমিকা **9**

অধ্যায় ১ - ফ্রিল্যান্সিং **12**

ফ্রিল্যান্সিং কী 12

ফ্রিল্যান্সিং কেন করব 12

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কি ধরনের কাজ করা যায় 14

ফ্রিল্যান্সাররা কেমন আয় করে 18

জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্সিং সাইট 19

অধ্যায় ২ - আপওয়ার্ক **22**

আপওয়ার্কে ফ্রিল্যান্সার অ্যাকাউন্ট তৈরি 22

জবের জন্য অ্যাপ্লাই করা 31

জবের জন্য ইন্টার্ভিউ 35

আপওয়ার্ক ট্র্যাকার 36

প্রপোজাল লেটার 37

আপওয়ার্কে সার্ভিস প্যাকেজ তৈরি 39

আর্নিং এবং পেমেন্ট 44

পেমেন্ট উত্তোলন 45

অধ্যায় ৩ - ফাইবার **49**

ফাইবার পরিচিতি 49

ফাইবারে অ্যাকাউন্ট তৈরি 49

ফাইবারে গিগ তৈরি 52

আর্নিং এবং টাকা উত্তোলন 58

অধ্যায় ৪ - প্রোটফলিও তৈরি 64

শুরুর দিকে করনীয় 64

ডেভেলপারদের প্রোটফলিও তৈরি 64

ডিজাইনারদের প্রোটফলিও তৈরি 65

নিজের প্রোটফলিও ওয়েব সাইট 66

অধ্যায় ৫ - হতে চাইলে সফল ফ্রিল্যান্সার 68

ফ্রিল্যান্সিং এ ভালো করা 68

স্কিল ডেভেলপমেন্ট 68

কমিউনিকেশন 69

কমিটমেন্ট 70

কাজ না পেলে করনীয় 70

প্রোফাইল আপ-টু-ডেট রাখা 72

আবদুল্লাহ আল ফারুক অন্তুর পরামর্শ 73

অধ্যায় ৬ - রিমোট জব 80

রিমোট জব 80

রিমোট জব বোর্ড 81

আবু আশরাফ মাসনুনের পরামর্শ 83

অধ্যায় ৭ - টপট্যাল 92

টপট্যাল অ্যাকাউন্ট তৈরি 92

হাসান মাহমুদ নাঈমের পরামর্শ 99

অধ্যায় ৮ - লিঙ্কডইন 107

প্রোফাইল তৈরি 107

প্রোফাইল সাজানো 111

অধ্যায় ৯ - রিমোট জবে ভালো করা 116

রিমোট জবে এপ্লাই করার টিপস 116

রিমোট জবে ভালো করার টিপস 117

সাইদুর মামুন খানের পরামর্শ 119

অধ্যায় ১০ - স্কিল ডেভেলপমেন্ট 124

অনলাইনে স্কিল ডেভেলপমেন্ট 124

ChatGPT – চ্যাট জিপিটি 125

ইউটিউব 128

ইউডেমি 128

Udacity 130

গুগল 131

ইংরেজি দক্ষতা 131

অধ্যায় ১১ - পেমেন্ট নেওয়ার মাধ্যম 133

পেওনিয়ার 133

ওয়াইজ 137

অধ্যায় ১২ - লাইফ স্টাইল 146

স্বাধীনতা 146

বিভিন্ন দেশে থাকার সুযোগ 147

অধ্যায় ১৩ - পরবর্তী স্টেপ **149**

টপ কোম্পানিতে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করা 149

নিজের কোম্পানি দাঁড় করানো 150

আব্দুল আউয়াল উজ্জ্বলের পরামর্শ 152

লেখক সম্পর্কে **161**

ভূমিকা

ফ্রিল্যান্সিংয়ের একটা সুবিধা হচ্ছে আপনার মিনিমাল যে স্কিল রয়েছে, সেই স্কিল দিয়েই কাজ করা শুরু করতে পারবেন। এরপর কাজ করার পাশা পাশি স্কিল ডেভেলপ করে নিতে পারবেন।

সাধারণ একটা চাকরিতে ঢুকতে হলে ঐ চাকরি সম্পর্কিত সবগুলো বিষয় সম্পর্কে আপনাকে জানতে হয়। যে সব বিষয়ে জানা লাগে না, ঐ সব বিষয় সম্পর্কেও জানতে হয়। ফ্রিল্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে জিনিসটা ব্যাতিক্রম। যেমন ধরুন আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখছেন। কীভাবে একটা সুন্দর ল্যান্ডিং পেইজ তৈরি করতে হয়, তা আপনি জানেন। ব্যাকেন্ড কী, সার্ভার কীভাবে সেট করতে হয় এসব কিছুই এখনো জানেন না। একটা ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করার জন্য আসলে এসব জানার দরকারও নেই। একজন ক্লায়েন্টের একটা ল্যান্ডিং পেইজ দরকার। আপনি বললেন আপনি কাজটা করে দিতে পারবেন। ক্লায়েন্ট আপনাকে হায়ার করল। আপনি সুন্দর করে ল্যান্ডিং পেইজ তৈরি করে দিলেন। কাজ শেষে আপনাকে পেমেন্ট দিয়ে দিল। এমনই সিম্পল।

কাজ করার আগে পরে আপনি যে সময়টা পাচ্ছেন, তখন নতুন স্কিল ডেভেলপ করে নিতে পারছেন। এর ফলে আরো কমপ্লেক্স কাজগুলো করার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এটাই ফ্রিল্যান্সিং এর অনেক বড় একটা সুবিধা। প্রতিনিয়ত স্কিল ডেভেলপ করার সুযোগ হচ্ছে। স্কিল বাড়ার ফলে বড় বড় প্রজেক্টে কাজ করার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সে অনুযায়ী আর্নিং ও বেড়ে যাচ্ছে। আপনার প্রচেষ্টা বাড়ার সাথে সাথেই আপনার স্কিল এবং আর্নিং দুইটাই বাড়বে। যেটা সাধারণ জবগুলোতে সম্ভব না।

ফ্রিল্যন্সিং এর আরো একটা বড় সুবিধে হচ্ছে আপনার পছন্দের সময় মত কাজ করার সুযোগ। যেকোনো জায়গায় গিয়ে কাজ করার সুযোগ। সাধারণ জবে ছুটি ছাড়া কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ হয় না। একজন ফ্রিল্যান্সার চাইলে

যেকোনোসময় যেকোনোযায়গায় ঘুরাঘুরি করতে পারে। চাইলে ঘুরাঘুরির মাঝে কাজ করে নিতে পারে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন যায়গার মানুষের সাথে কাজ করার কারণে নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন কোম্পানিতে স্থায়ী জব করার জন্যও ইনভাইটেশন পাওয়া যায়।

জাকির হোসাইন

ফেব্রুয়ারী ২০২৩

বসুন্ধরা, ঢাকা।

বইটির ইবুক ভার্সন ক্রয় করা যাবে https://jakir.me/shop ঠিকানা থেকে।

প্রতিটা ওয়েব সাইট নিয়মিত তাদের ইন্টারফেস পরিবর্তন করে। বইতে দেখানো কিছু ছবির সাথে ওয়েব সাইট ইন্টারফেসের কিছুটা অমিল থাকতে পারে। তবে মূল ধাপ গুলো প্রায় একই হবে। কোন সমস্যায় পড়লে বা পড়ে কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে ফেসবুক গ্রুপ https://www.facebook.com/groups/jakir.me তে জানানো যাবে। এছাড়া লেখকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে https://jakir.me/contact ঠিকানা থেকে।

অধ্যায় ১ - ফ্রিল্যান্সিং

ফ্রিল্যান্সিং কী

স্বল্প সময়ের জন্য চুক্তি করে যেকোনোকাজ করে দেওয়া হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং। এই চুক্তি হতে পারে ঘণ্টা ভিত্তিক, দিন ভিত্তিক, মাস ভিত্তিক অথবা প্রজেক্ট ভিত্তিক। বাসায় কোন সমস্যা হলে আমরা যে মিস্ত্রি ডেকে আনি, তারাও ফ্রিল্যান্সার। স্বল্প সময়ের জন্য যে আইনজীবীকে হায়ার করি, তারাও ফ্রিল্যান্সার। তাদের এই কাজগুলোকেও ফ্রিল্যান্সিং বলা যায়। সাধারণত ফ্রিল্যান্সিং বলতে কোন একটা কোম্পানি বা কোন একজন ব্যক্তির অধীনে না থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করাকে বুঝায়।

তবে আমরা বর্তমানে কম্পিউটারের মাধ্যমে কোন প্রজেক্ট কাজ করাকে ফ্রিল্যান্সিং হিসেবে বুঝে থাকি। বর্তমানে বলা যায় প্রায় সব ধরনের কাজই কম্পিউটারের মাধ্যমে করা যায়। যেমন সফটওয়ার বা ওয়েব ডেভেলপেমেন্ট, ডিজাইনিং, মার্কেটিং, লেখালেখি, কনসালটেন্সিসহ হাজার রকমের কাজ রয়েছে, যেগুলো অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিং হিসেবে করা যায়।

ফ্রিল্যান্সিং কেন করব

আপনার যদি স্বাধীনতা পছন্দ হয়, নিজ বাসায় বা যেকোনো স্থান থেকে কাজ করতে ভালো লাগে, তাহলে ফ্রিল্যান্সিং অথবা রিমোট জব করতে পারেন। ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা একটা নির্দিষ্ট কোম্পানি বা ব্যাক্তির জন্য কাজ করি না, সেহেতু আমরা যেকোনো জায়গায় বসেই কাজ করতে পারি। এই ক্ষেত্রে আমাদের দরকার হয় একটা ল্যাপটপ এবং ইন্টারনেট কানেকশন।

কভিডের মধ্যে আমরা দেখেছি প্রায় সবাইকে রিমোট জব করতে হয়েছে। অনেকেরই কম্পিউটার রিলেটেড জ্ঞান না থাকায় জব হারিয়েছে। অনেকের স্যালারি কমিয়ে দিয়েছিল। অনেকেই সংশয়ের মধ্যে ছিল কখন জানি চাকরিটা চলে যায়। তখন দেখতে পেয়েছি যে যারা ফ্রিল্যান্সিং বা রিমোট জব করত,

আল্লাহর রহমতে তারা কভিডের মধ্যেও ভালো ছিল। কারণটা সহজ, তারা আগে থেকেই রিমোট জব করে অভ্যস্ত। আর তাই স্যাল্যারি কমানোর বা জব হারানোর মত ভয়ের মধ্যে ছিল না।

সবাইকে যে ফ্রিল্যান্সিং বা রিমোট জব করতে হবে এমন না। কিন্তু কভিড এসে শিখিয়ে দিয়েছে যেকোনো স্কিল যেকোনো সময় কাজে লাগতে পারে। এমনকি যারা কখনো ভাবেনি রিমোট জব করবে, তাদেরও রিমোট জব করতে হয়েছিল।

ফ্রিল্যান্সিং কীভাবে করে বা রিমোট জব কীভাবে খুঁজে নেওয়া যায়, সেগুলো জানা থাকলে কোনো কারণে যদি আপনার চাকরি চলে যায় বা কখনো রিমোট জব করতে ইচ্ছে করে, তখন এই স্কিলগুলো কাজে আসবে।

যারা রিমোট জব করে থাকে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের স্যালারি দেশিও যেকোনো জব থেকে ভালো হয়ে থাকে। এছাড়া যারা বাংলদেশের কোম্পানিগুলোতে জব করে, তারা সেলারি পায় টাকাতে। আবার যারা রিমোট জব করে, তাদের স্যাল্যারি হয় সাধারণত ডলারে। এর ফলে আরেকটা সুবিধে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবটা স্যালারির উপর পড়ে না। মুদ্রাস্ফীতির কারণে সবকিছুর দামই বেড়ে গিয়েছে দেখেছি আমরা। কিন্তু সেই হিসেবে সবার স্যালারি বেড়েছে? বাড়ে নাই। কিন্তু যারা বৈদেশিক মুদ্রায় স্যালারি নিয়ে থাকে, তাদের স্যাল্যারি না বাড়লেও ডলার প্রতি বেশি টাকা পাওয়ার কারণে খুব একটা সমস্যা হয় না।

যারা ফ্রিল্যান্সিং করে, সাধারণত তারাই সেট করে দেয় একটা প্রজেক্টের জন্য কত টাকা চার্জ করবে। এর ফলে আর্নিংয়ের কন্ট্রোল নিজের উপর থাকে। একটা কাজে বেশি পরিশ্রম করা লাগলে চার্জও সে অনুযায়ী ঠিক করে দেওয়া যায়। এর ফলে আর্নিং বেড়ে যায়।

এছাড়া যে কেউ চাইলে খুব সহজে তার স্কিল ডেভেলপ করে নিতে পারে। নতুন জানা স্কিলগুলো ব্যবহার করে আর্নিংও বাড়িয়ে নিতে পারে। ফ্রিল্যান্সিং এ ভালো করা পুরোটাই নিজের উপর নির্ভর করে। নিজেই ঠিক করে নিতে পারেন নিজেকে

কোথায় দেখতে চান। একটু চেষ্টা করলেই ইনশাহ আল্লাহ সেখানে দেখতে পারবেন।

ফ্রিল্যান্সিং করার একটা বড় সুবিধে হচ্ছে প্রতিদিন নিয়ম করে অফিসে যেতে হয় না। ৯টা ৫টার একটা গণ্ডি থেকে বের হয়ে আসা যায়। যে কোন সময় নিজের সুযোগ মত কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়। কাজ করা যায় যে কোন জায়গা থেকে।

ফ্রিল্যান্সিং বা রিমোট জবগুলো যেহেতু গ্লোবালি সবার সাথে প্রতিযোগিতা করে নিতে হয়, তাই দেখা যায় যে স্কিল যে কারো থেকে বেশি থাকে। এর ফলে যেকোনো জায়গায় জব করার একটা কনফিডেন্স তৈরি হয়। নতুন নতুন মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ হয়। নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হয়।

যদি প্রথাগত চাকরি করতে না চান, তাহলে আজ থেকেই ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে জানা শুরু করুন। ফ্রিল্যান্সারদের জন্য কাজের অভাব নেই। কাজ করার মত বিষয়ের ও অভাব নেই। আপনি সহযেই আপনার পছন্দের বিষয় নির্বাচন করে সামনে এগুতে পারবেন। অথবা একটা বিষয় নির্বাচন করলেন। কাজ করতে গিয়ে দেখলেন আপনার ভালো লাগে না। আপনি সহজেই অন্য বিষয়ে পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে একটা বিষয় কে নির্বাচিত করে সামনে এগুলে ভালো। একটা বিষয় নিয়ে যে যত ঘাটবে সে তত ঐ বিষয় নিয়ে দক্ষ হতে পারবে।

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কি ধরনের কাজ করা যায়

কম্পিউটারের মাধ্যমে যে কাজগুলো করা যায়, তা যত সহজ হোক বা কঠিন, সবই একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনি করতে পারবেন। একদম সহজ থেকে শুরু করিঃ

- ডেটা এন্ট্রি
- কাস্টোমার সাপোর্ট
- ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট

- লেখালেখি বা প্রুপ রিডিং
- ট্রান্সলেশন
- ভয়েস দেওয়া এবং এডিটিং
- ভিডিও এডিটিং
- ছবি তোলা বা ছবি এডিটিং
- ডিজাইনিং
- ইউজার ইন্টারফেস এবং ইউজার এক্সপ্রেরিয়েন্স ডিজাইন
- অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড যেকোনো কাজ
- মাইক্রোসফট অফিসের যে কোন কাজ
- গেম ডেভেলপমেন্ট
- সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট
- ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট
- যেকোনো প্রোগ্রামিং বা ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কিত কাজ
- ডেটা এনালাইসিস
- ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন
- মেশিন লার্নিং
- ইন্টিলিজেন্ট সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট সহ আরো অনেক।

দিন দিন আরো নতুন নতুন কাজ যুক্ত হচ্ছে যেগুলো নিজ কম্পিউটারে বসে করা যায়। যেমন বর্তমানে ChatGPT, Midjourney, DALL·E ইত্যাদি আর্টিফিশিয়াল